স্বলাত পরিত্যাগকারী কি মুসলিম?

[সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর সহকারে]

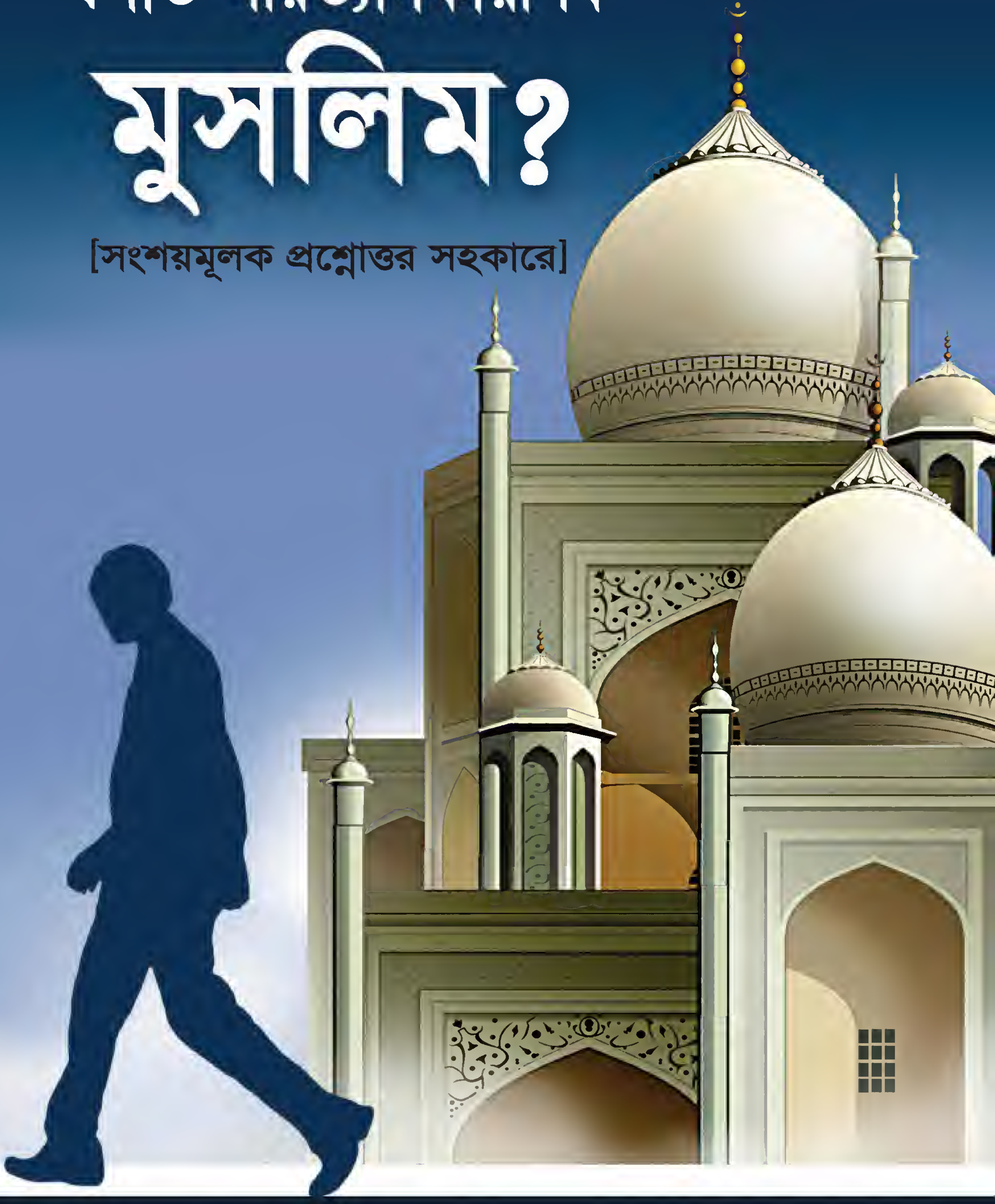

মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল ইসলাম

স্বলাত পরিত্যাগকারী কি মুসলিম?

[সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর সহকারে]

- গবেষক -

মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল ইসলাম

মোবাইল ঃ ০১৬৮০৩৪১১১০

ফ্রি ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন-

www.downloadquransoftware.com

- প্রকাশনায় -

বাক্কাহ্ ডিটিপি হাউজ

২৯/৪, কে.এম. দাস লেন, টিকাটুলী, ঢাকা-১২০৩

প্রচ্ছদ ডিজাইন ও কম্পিউটার কম্পোজ ঃ

আব্দুল্লাহ্ আরিফ

- প্রকাশকাল -

ডিসেম্বর ২০১৪

মূল্য ঃ ৩০/- টাকা মাত্র

॥ সূচিপত্র ॥

স্বলাত শব্দের অর্থ	০১
স্বলাতের ফাযীলাত	০১
স্বলাত পরিত্যাগকারী আমাদের দ্বীনি ভাই নয়	০২
স্বলাত পরিত্যাগকারী মুশরিক	০২
স্বলাত পরিত্যাগকারী কাফির	০৩
স্বলাত পরিত্যাগকারীদেরকে সম্মানিত স্বহাবীগণও কাফির মনে করতেন	০৪
সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর	০৪

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্'র জন্য, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য চাই ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাঁরই প্রতি আমরা ঈমান তথা বিশ্বাস রাখি এবং ভরসা করি। আমাদের অন্তরের যাবতীয় অকল্যাণ, খারাপ ও গর্হিত কর্ম হতে আল্লাহ্'র নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দেন ও সৎ পথে পরিচালিত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করতে পারে না এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না।

আমি এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্'র বান্দা এবং রাসূল।

অতঃপর স্বলাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি। পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহ্ অনুসরণই আমাদের মুক্তির একমাত্র পথ। তাই, আমাদেরকে কুরআন এবং সুন্নাহ্ যথাযথ নিয়মে পালন করতে হবে এবং এর বহির্ভূত সকল বিষয় বর্জন করতে হবে। এই কথাটি অনুধাবন করে কুরআন এবং হাদিসের প্রমাণ সহকারে বইটি লেখার চেষ্টা করেছি।

স্বলাত একটি ফারয্ ইবাদাত। কিন্তু এই ফারয্ ইবাদাত অনেকেই বিভিন্ন কারণে পরিত্যাগ করে থাকেন। স্বলাত পরিত্যাগকারী মুসলিম না'কি কাফির- এ ব্যাপারে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ মুসলিম বলেছেন আবার কেউ কেউ কাফির বলেছেন। উভয় পক্ষই নিজ নিজ মতের স্বপক্ষে দালিল পেশ করেছেন। আমি আমার এই বইটিতে উভয়পক্ষের দালিলসমূহকে একত্রিত করেছি এবং নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে উভয় পক্ষের দালিলসমূহের মধ্যে 'সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের' চেষ্টা করেছি।

অতঃপর সালাম বর্ষিত হোক সে সকল ভাইদের প্রতি যাঁরা এই বইটি লেখার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ আমাদের এই খিদমাতটুকু ক্ববুল করুন। -আমীন-

স্বলাত শব্দের অর্থ

প্রার্থনা . অনুগ্রহ . দয়া -**মু'জামুল ওয়াফী,** রিয়াদ প্রকাশনী।

প্রার্থনা . অনুগ্রহ . পবিত্রতা বর্ণনা . দয়া -**মিসবাহুল লুগাত,** থানবী লাইব্রেরী।

প্রার্থনা . আনুগত্য -**মু'জামুল ওয়াসিত্ব,** মিশর ছাপা।

স্বলাতের ফাযীলাত

মহান আল্লাহ্ বলেন,

...اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ...

"...তোমরা স্বলাত ক্বয়িম কর, নিশ্চয়ই স্বলাত অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..." -সূরাহ্ আনকাবুত (২৯), ৪৫।

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ يُحٰفِظُوْنَ ؕ اُولٰٓئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ.

"আর যারা তাঁদের স্বলাতের হিফাযতকারী তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে।"-সূরাহ্ মা'আরিজ (৭০), ৩৪,৩৫।

আবু হুরইরহ্ ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছেন,

اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُوْلُ ذٰلِكَ يُبْقِىْ مِنْ دَرَنِهِ قَالُوْا لَا يُبْقِىْ مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذٰلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوْ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا.

"বলতো যদি তোমাদের কারো বাড়ীর সামনে একটি নদী থাকে, তাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোন ময়লা থাকবে? তাঁরা (উপস্থিত স্বহাবাগণ) বললেন, তাঁর দেহে কোনো রকম ময়লা থাকবে না। রসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা (বান্দার) গুনাহ্সমূহ মিটিয়ে দেন।"-**বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৯, স্বলাতের সময়সমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ৬ পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত (গুনাহের) কাফ্ফারাহ্, হাদিস # ৫২৮; **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৫, মাসজিদ ও স্বলাতের স্থানসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫১, স্বলাতের পদচারণা করা যা দ্বারা পাপ মোচন ও মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, হাদিস # ২৮৩/৬৬৭; **নাসাঈ,** স্বহীহ, অধ্যায় ঃ ৫, স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৭ পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাতের ফাযীলাত, হাদিস # ৪৬২ (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

আবু হুরইরহ্ ﵁ হতে বর্ণিত,

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلصَّلٰوتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّرَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ.

"নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পাঁচ (ওয়াক্ত) স্বলাত এক জুমু'আহ্ থেকে আরেক জুমু'আহ্ পর্যন্ত গোনাহের কাফ্ফারহ্ হয়ে যায়। যদি সে কোন কবিরাহ্ গোনাহ্ না করে।" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুত ত্বহারাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৫, হাদিস # ১৪.১৫.১৬/২৩৩, **তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, স্বলাতের ওয়াক্তসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাতের ফাযীলাত, হাদিস # ২১৪ (হাদিসটি তিরমিযীর বর্ণনা)।

স্বলাত পরিত্যাগকারী আমাদের দ্বীনি ভাই নয়

মহান আল্লাহ্ বলেন,

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ...

"অতঃপর যদি তারা তাওবাহ্ করে, স্বলাত ক্বায়িম করে, যাকাত আদায় করে তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই..." -সূরা তাওবাহ্ (৯), ১১।

এই আয়াতটি দ্বীনি ভাই অর্থাৎ মুসলিম হওয়ার শর্ত দিচ্ছে যে, তাওবাহ করে ঈমান আনবে এবং স্বলাত ক্বায়িম করবে। যদি কেউ স্বলাত ক্বায়িম না করে তাহলে, সে দ্বীনি ভাই হওয়ার শর্ত পূরণ না করায় মুসলিম হতে পারবে না অর্থাৎ সে কাফির।

স্বলাত পরিত্যাগকারী মুশরিক

জাবির (রضي الله عنه) হতে বর্ণিত,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ.

"আমি নাবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ব্যক্তি (বান্দা) এবং শিরক ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে স্বলাত পরিত্যাগ করা।" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫, স্বলাত তরককারীর উপর কুফর শব্দ প্রয়োগ, হাদিস # ১৩৪/৮২, **নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবুস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৮, স্বলাত তরক করার বিধান, হাদিস # ৪৬৩, **আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৩৪, কিতাবুস্ সুন্নাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ১৫, হাদিস # ৪৬৭৮, **তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৩৯, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, স্বলাত তরক করা, হাদিস # ২৬১৯, **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবু ইক্বমাতিস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭, স্বলাত তরক করা, হাদিস # ১০৭৮, **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** স্বহীহ্ লি-গইরিহী, অধ্যায় ঃ স্বলাতুল ইসতিস্ক, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮, যে ওজর ব্যতীত স্বলাত তরক করে তাকে কাফির বলা, হাদিস # ৬৪৯৫, ৬৪৯৬, ৬৪৯৭, **দারিমী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ২৯, স্বলাত তরক করা, হাদিস # ১২৩৩ (হাদিসটি মুসলিমের বর্ণনা)।

আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ.

"তিনি ﷺ বলেছেন বান্দার এবং শিরকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে স্বলাত পরিত্যাগ করা। যে, স্বলাত পরিত্যাগ করে সে অবশ্যই শিরক্ করেছে।" **-ইবনু মাজাহ্,** সাক্ষ্যের ভিত্তিতে স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবু ইক্বামাতিস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭, যে স্বলাত তরক করে, হাদিস # ১০৮০।

এই হাদিসটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বলাত পরিত্যাগ করাকে শিরক্ বলেছেন। আর যে, শিরক করে তাকে মুশরিক বলা হয়। অতএব বুঝা গেল যে, স্বলাত পরিত্যাগকারী মুশরিক। শিরক্ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

...إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ...

"...নিশ্চয়ই যে আল্লাহ্'র সাথে শিরক্ করবে তার জন্য আল্লাহ্ অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার স্থান জাহান্নাম..." -সূরাহ্ মায়েদাহ (৫), ৭২।

এই আয়াত থেকে বুঝা গেল, যে শিরক্ করবে তার জন্য জান্নাত হারাম। জান্নাত হারাম কোন মুস্লিমের জন্য হয় না। তাহলে প্রমাণিত হল যে, শিরক্কারী মুসলিম নয় কাফির। অতএব, স্বলাত পরিত্যাগ করা যেহেতু শিরক্ তাই বুঝতে হবে স্বলাত পরিত্যাগকারীর জন্য জান্নাত হারাম। অর্থাৎ স্বলাত পরিত্যাগকারী মুশরিক।

স্বলাত পরিত্যাগকারী কাফির

আব্দুল্লাহ্ বিন বুরইদা বিন হাস্বিব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাদের এবং তাদের (কাফির) মাঝে পার্থক্য হচ্ছে স্বলাত পরিত্যাগ করা। যে তা (স্বলাত) পরিত্যাগ করে সে অবশ্যই কাফির হয়ে গেছে।" **-নাসাঈ, স্বহীহ্,** অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবুস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৮, স্বলাত তরক করার বিধান, হাদিস # ৪৬৩; **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবু ইক্বামাতিস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭, স্বলাত তরক করা, হাদিস # ১০৭৯; **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** স্বহীহ্ লি-গইরিহী, অধ্যায় ঃ স্বলাতুল ইসতিস্ক, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮, যে ওজর ব্যতীত স্বলাত তরক করে তাকে কাফির বলা, হাদিস # ৬৪৯৯ (হাদিসটি ইবনু মাজাহ'র বর্ণনা)।

এই হাদিসটি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে, যে ব্যাক্তি স্বলাত পরিত্যাগ করে সে অবশ্যই কাফির হয়ে গেছে।

জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

"নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, বান্দা ও কুফুরীর মাঝে পার্থক্য হচ্ছে স্বলাত পরিত্যাগ করা।" **-নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৫, স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৮, স্বলাত তরক করার হুকুম, হাদিস # ৪৬৪; **তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৩৯, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, স্বলাত তরক করা, হাদিস # ২৬১৮, ২৬২০; **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবু ইক্বামাতিস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭, স্বলাত তরক করা, হাদিস # ১০৭৮ (হাদিসটি ইবনু মাজাহ্'র বর্ণনা)।

স্বলাত পরিত্যাগকারীদেরকে সম্মানিত স্বহাবীগণও ﵃ কাফির মনে করতেন

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ ﵁ বলেন,

مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِيْنَ لَهُ.

যে স্বলাত আদায় করে না তার **দ্বীন (ধর্ম)** নেই।" **-বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** স্বহীহ্ লি-গইরিহী, অধ্যায় ঃ স্বলাতুল ইসতিস্ক, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭, যে ওজর ব্যতীত স্বলাত তরক করে তাকে কাফির বলা, হাদিস # ৬৪৯৯।

এই হাদিসটি বলছে যে, যে স্বলাত আদায় করে না তার দ্বীন (ধর্ম) নেই। আর যার ধর্ম নেই সে অবশ্যই কাফির।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু শাক্বীক উক্বইলী (রহ.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

كَانَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْاَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيرَ الصَّلَاةِ.

মুহাম্মাদ ﷺ এর কোন স্বহাবী স্বলাত ব্যতীত অন্যকোনো আ'মাল ছেড়ে দেয়াকে কুফুরী মনে করতেন না।" **-তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৩৮, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, স্বলাত ত্যাগের পরিণতি, হাদিস # ২৬২২।

এই হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, স্বহাবীগণ ﵃ স্বলাত পরিত্যাগ করাকে বড় কুফুরী মনে করতেন। অতএব, **কুরআন, হাদিস এবং স্বহাবীগণের বক্তব্যের আলোকে বুঝা গেল, স্বলাত পরিত্যাগকারী ইসলাম থেকে বহিস্কৃত অর্থাৎ স্বলাত পরিত্যাগকারী বড় কাফির।**

সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন (১) ঃ উসমান ﵁ বলেন যে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَّاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস রেখে মৃত্যুবরণ করল "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ১০, যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণ করবে সে ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে এর দালিল, হাদিস # ৪৩/২৬।

সুতরাং উপরোক্ত হাদিস অনুযায়ী কেউ যদি **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** এর স্বাক্ষ্য দেওয়ার পর স্বলাত ছেড়ে দেয়, তবে তাকে বড় কাফির বলা যাবে না।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, যদি কেউ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলার পরে কোন একটি কুরআনের আয়াতও অস্বীকার করে তারপরও সে এমন কাফির হয়ে যাবে, যে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

"আর যারা কুফুরী করবে এবং **আমার আয়াতকে মিথ্যা জানবে** তারাই জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।" -সূরাহ্ বাক্বরহ্ (২), ৩৯।

এই আয়াতটি বলছে যে, যারা আল্লাহ্'র আয়াত মিথ্যা জানবে তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। আর জাহান্নামে চিরকাল কোন মুসলিম থাকে না বরং ইসলাম থেকে খারিজ (বের) হয়ে গেছে এমন কাফিররাই থাকে। তাহলে বুঝা গেল যে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" ভঙ্গের কিছু কারণ রয়েছে। যদি কেউ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" ভঙ্গ হওয়ার কর্মগুলো না করে তাহলে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলার কারণে জান্নাতে যাবে। তাই বুঝতে হবে যে, স্বলাত পরিত্যাগ করা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" ভঙ্গের একটি অন্যতম কারণও বটে। এই কারণে স্বলাত পরিত্যাগকারী, ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে অর্থাৎ সে ছোট কাফির নয় বরং বড় কাফির। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

আব্দুল্লাহ্ বিন বুরইদা বিন হাস্বিব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাদের এবং তাদের (কাফির) মাঝে পার্থক্য হচ্ছে স্বলাত পরিত্যাগ করা। যে তা (স্বলাত) পরিত্যাগ করে সে অবশ্যই কাফির হয়ে গেছে।" **-নাসাঈ, স্বহীহ্,** অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবুস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৮, স্বলাত তরক করার বিধান, হাদিস # ৪৬৩; **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবু ইক্বামাতিস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭, স্বলাত তরক করা, হাদিস # ১০৭৯; **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** স্বহীহ্ লি-গইরিহী, অধ্যায় ঃ স্বলাতুল ইসতিস্ক, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮, যে ওজর ব্যতীত স্বলাত তরক করে তাকে কাফির বলা, হাদিস # ৬৪৯৯ (হাদিসটি ইবনু মাজাহ্'র বর্ণনা)।

প্রশ্ন (২) ঃ হুযাইফা ইবনু ইয়ামান رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْرُسُ الْاِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْىُ الثَّوْبِ حَتّٰى لَا يُدْرٰى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَيُسْرٰى عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقٰى فِى الْاَرْضِ مِنْهُ اٰيَةٌ وَتَبْقٰى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ شَيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعَجُوْزُ يَقُوْلُوْنَ اَدْرَكْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى هٰذِهِ الْكَلِمَةِ لَا اِلٰهَ

إِلَّا اللهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا فَقَالَ لَهُ صِلَةُ مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذٰلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমনিভাবে কাপড়ের উপর বুণন করা ফুল পুরাতন হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অবস্থা হবে যে, কেউ জানবে না স্বিয়াম কি, স্বলাত কি, কুরবানী কি এবং স্বদাক্বাহ্ কি জিনিস? আর মহান আল্লাহ্'র কিতাবের কতিপয় দল অবশিষ্ট থাকবে তাদের মধ্যকার বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা এই কথা বলে বেড়াবে যে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এই কথার উপর পেয়েছি, তারা বলতেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। সুতরাং আমরাও এই কথা বলতে থাকব। তখন তাঁকে সিলাহ্ (রহ.) বললেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বললে তাদের কি লাভ হবে। **অথচ তারা জানেনা স্বলাত কি, স্বিয়াম কি, কুরবানী কি এবং স্বদক্বাহ্ কি?** হুযাইফা ইবনু ইয়ামান رضي الله عنه তাঁর দিক থেকে তিনবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সিলাহ্ ইবনু জুফার (রহ.) কথাটি হুযাইফা ইবনু ইয়ামান رضي الله عنه এর কাছে তিনবার বললেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই তিনি প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন। অতপর, তৃতীয়বারে তিনি তাঁর (সিলাহ্) দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হে সিলাহ্, এই কালিমা তাঁদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে। এই কথাটি তিনি তিনবার বললেন।" **-ইবনু মাজাহ্,** সাক্ষ্যের ভিত্তিতে স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৩৬, কিতাবুল ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ২৬, কুরআন ও ইলম উঠে যাওয়া, হাদিস # ৪০৪৯।

এই হাদিসটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, বলা হচ্ছে যারা স্বলাত জানবে না, তারাও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, স্বলাত পরিত্যাগ করলে মানুষ কাফির হয়ে যায় না। যদি কাফির হয়ে যেতো তাহলে জাহান্নাম থেকে তারা মুক্তি পেত না। বরং বুঝতে হবে যে, যেসব হাদিসে স্বলাত পরিত্যাগকারীকে কাফির বলা হয়েছে, তা মূলত ছোট কুফর বুঝানো হয়েছে। আর ছোট কুফর তাকেই বলা হয় যা কি'না ইসলাম থেকে খারিজ করে না।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ, এই হাদিসে সেইসব লোককেই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার কারণে মুক্তি দেয়া হবে যারা স্বলাত কি জানবে না। তাহলে বুঝা যাচ্ছে এই সব লোকেরা **স্বলাত কি তা না জানার কারণে স্বলাত পরিত্যাগ করবে, ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করবে না।** আর যে না জেনে কোন অন্যায় করবে, তাকেতো আল্লাহ্ মাফ করেই দিবেন। এই বিষয়টি একটু বিস্তারিত বলছি। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا...

"তোমার রব কোনো জনপদ ধ্বংস করেন না, রসূল না পাঠানো পর্যন্ত।" -সূরা কাসাস (২৮), ৫৯।

আল্লাহ আরও বলেন- ...وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا.

"আল্লাহ কাউকে শাস্তি দেন না, রসূল না পাঠানো পর্যন্ত।" -সূরা বনী ইসরাঈল (১৭), ১৫।

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ.

"এটা এজন্য যে, তোমার রব কোনো জনপদ ধ্বংস করেন না অন্যায় ভাবে, যখন তার অধিবাসীরা বে-খবর।" -সূরা আনআম (৬), ১৩১।

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ.

"আমি কোন জনপদই ধ্বংস করিনি যার জন্যে সতর্ককারী ছিল না।" -সূরা আশ-শুয়ারা (২৬), ২০৮।

উপরোক্ত চারটি আয়াত থেকে বুঝা গেল, মহান আল্লাহ কোনো এলাকা ধ্বংস করার এবং কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার আগে রসূল পাঠিয়ে সর্তক করবেন।

তাহলে বুঝা গেল কোনো ব্যক্তি যদি না জেনে কোনো কুফরী কাজও করে থাকে, তবে তাকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন না। এই কথা থেকে আরও বুঝা গেল যে, যদি ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি না দেয়া হয় তাহলে তাকে কাফিরও বলা যাবে না। কারণ কাফিরের শাস্তি হবেই।

বিঃ দ্রঃ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার রচিত "কাফির বলার প্রয়োজনীয়তা ও নিয়ম" বইটি পাঠ করুন।

অতএব, বুঝা যাচ্ছে হাদিসে বর্ণিত **ব্যক্তিদেরকে না জেনে স্বলাত পরিত্যাগ করার কারণে, আল্লাহ্ মুক্তি দিবেন। কিন্তু যারা ইচ্ছাকৃতভাবে স্বলাত পরিত্যাগ করবে তাদেরকে আল্লাহ্ কাফির বলার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তারা ক্ষমা প্রাপ্ত হবে না।** এই সংক্রান্ত বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন, আব্দুল্লাহ্ বিন বুরইদা বিন হাস্বিব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাদের এবং তাদের (কাফির) মাঝে পার্থক্য হচ্ছে স্বলাত পরিত্যাগ করা। যে তা (স্বলাত) পরিত্যাগ করে সে অবশ্যই কাফির হয়ে গেছে।"

- **নাসাঈ**, স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবুস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৮, স্বলাত তরক করার বিধান, হাদিস # ৪৬৩; **ইবনু মাজাহ্**, স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবু ইক্বামাতিস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭, স্বলাত তরক করা, হাদিস # ১০৭৯; **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা)**, স্বহীহ্ লি-গইরিহী, অধ্যায় ঃ স্বলাতুল ইসতিস্ক, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮, যে ওজর ব্যতীত স্বলাত তরক করে তাকে কাফির বলা, হাদিস # ৬৪৯৯ (হাদিসটি ইবনু মাজাহ'র বর্ণনা)।

প্রশ্ন (৩) ঃ আবু সাঈদ খুদরী ﵁ হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

...فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ اَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوْا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِاَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ فِيْ حَافَّتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ قَدْ رَاَيْتُمُوْهَا اِلٰى جَانِبِ الشَّجَرَةِ وَاِلٰى جَانِبِ الشَّجَرَةِ فَمَا كَانَ اِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ اَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا اِلَى الظِّلِّ كَانَ اَبْيَضَ فَيَخْرُجُوْنَ كَاَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ فَيُجْعَلُ فِيْ رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيْمُ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ هٰؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمٰنِ اَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ...

"...তিনি (আল্লাহ্) জাহান্নাম থেকে এক মুষ্টি ভরে এমন কতগুলো জাতিকে বের করবেন যারা জ্বলে-পুড়ে দগ্ধ হয়ে গিয়েছে তারপর তাদেরকে জান্নাতের সামনে অবস্থিত 'হায়াত' নামের নহরে ঢালা হবে। তারা সেই নহরের দুই পাশে এমনভাবে উঠবে যেমন পাথর এবং গাছের কিনারে বয়ে আনা আবর্জনীয় বীজ থেকে উঠেছে। দেখতে পাও তার মধ্যে সূর্যের আলোর অংশের গাছগুলো সাধারণতঃ সবুজ হয়। ছায়ার অংশেরগুলো সাদা হয়। তারা সেখান থেকে মুক্তোর দানার মতো বের হবে। তাদের গলায় মোহর লাগানো হবে। **জান্নাতে তারা যখন প্রবেশ করবে, তখন অন্যান্য জান্নাতবাসীগণ বলবেন এরা হলেন রহমান কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত। যাদেরকে আল্লাহ্ কোনো নেক আ'মাল বা কল্যাণকর কাজ ছাড়াই জান্নাতে দাখিল করেছেন...।"** -বুখারী, অধ্যায় ঃ ৯৭, কিতাবুত তাওহীদ, অনুচ্ছেদ ঃ ২৪, মহান আল্লাহ্'র বাণী- 'কতক মুখ সেদিন উজ্জল হবে, তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে' -সূরাহ্ ক্বিয়ামাহ্ (৭৫), ২২-২৩, হাদিস # ৭৪৩৯।

এই হাদিসটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, বলা হচ্ছে যে, এমন কতক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দেয়া হবে যারা কোন ভাল কাজই করেনি। অর্থাৎ তারা স্বলাতও আদায় করেনি। তারপরেও আল্লাহ্, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। অতএব, বুঝা যাচ্ছে যে, স্বলাত পরিত্যাগকারী ইসলাম থেকে খারিজ নয়। বরং ছোট কাফির অর্থাৎ ফাসিক্ব মুসলিম।

উত্তর ঃ ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, এই হাদিসে সেই সব লোককেই আ'মাল ছাড়া জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে যারা **না জানার কারণে** শারী'আহ্'র কোন বিধানের উপর আ'মাল করেননি। এই বিষয়টি বুঝতে নিম্নোক্ত হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

হুযাইফা ইবনু ইয়ামান ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْرُسُ الْاِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتّٰى لَا يُدْرٰى

مَا صِيَامٌ وَلَاصَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْاَرْضِ مِنْهُ اٰيَةٌ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ شَيْخُ الْكَبِيرُ وَلْعَجُوزُ يَقُولُونَ اَدْرَكْنَا اٰبَاءَنَا عَلَى هٰذِهِ الْكَلِمَةِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا فَقَالَ لَهُ صِلَةُ مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ فَاَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذٰلِكَ يُعْرِضُو عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমনিভাবে কাপড়ের উপর বুণন করা ফুল পুরাতন হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অবস্থা হবে যে, কেউ জানবে না স্বিয়াম কি, স্বলাত কি, কুরবানী কি এবং স্বদক্বাহ্ কি জিনিস? আর মহান আল্লাহ্'র কিতাবের কতিপয় দল অবশিষ্ট থাকবে তাদের মধ্যকার বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা এই কথা বলে বেড়াবে যে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এই কথার উপর পেয়েছি, তারা বলতেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। সুতরাং আমরাও এই কথা বলতে থাকব। তখন তাঁকে সিলাহ্ (রহ.) বললেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বললে তাদের কি লাভ হবে। **অথচ তারা জানেনা স্বলাত কি, স্বিয়াম কি, কুরবানী কি এবং স্বদক্বাহ্ কি?** হুযাইফা ইবনু ইয়ামান رضي الله عنه তাঁর দিক থেকে তিনবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সিলাহ্ ইবনু জুফার (রহ.) কথাটি হুযাইফা ইবনু ইয়ামান رضي الله عنه এর কাছে তিনবার বললেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই তিনি প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন। অতপর, তৃতীয়বারে তিনি তাঁর (সিলাহ্) দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হে সিলাহ্, এই কালিমা তাঁদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে। এই কথাটি তিনি তিনবার বললেন।" **-ইবনু মাজাহ্,** সাক্ষ্যের ভিত্তিতে স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৩৬, কিতাবুল ফিতনাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ২৬, কুরআন ও ইলম উঠে যাওয়া, হাদিস # ৪০৪৯।

এই হাদিসটি থেকে বুঝা যায়, কিছু লোককে আল্লাহ্ শুধুমাত্র না জানার কারণে ঈমানের জন্য মুক্তি দিবেন। তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, প্রশ্নকারীর উল্লিখিত হাদিসে যাদেরকে কোন আ'মাল ছাড়া জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে তারা না জানার কারণে শারী'আহ্'র বিধান আ'মাল করতে পারেননি। কিন্তু কিছু খারাপ কাজ করার কারণে জাহান্নামে গিয়েছেন।

যদি বলা হয়, এই ব্যাখ্যা আমরা মানি না, তাহলে নিম্নোক্ত হাদিসটির উত্তর কি দিবেন, আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ اِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ فَاِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ اَشْرَكَ.

"তিনি ﷺ বলেছেন বান্দার এবং শিরকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে স্বলাত পরিত্যাগ করা। যে, স্বলাত পরিত্যাগ করে সে অবশ্যই শিরক্ করেছে।" **-ইবনু মাজাহ্,** সাক্ষ্যের ভিত্তিতে স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবু ইক্বামাতিস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭, যে স্বলাত তরক করে, হাদিস # ১০৮০।

যে জেনে শুনে শিরক করবে সে তো মুক্তি পাবে না। **স্বলাত পরিত্যাগ করা যেহেতু শিরক, তাই স্বলাত পরিত্যাগকারীও মুক্তি পাবে না। তাই, যেভাবে অন্যান্য হাদিসের সাথে সমন্বয় সাধন করে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, সেভাবে ব্যাখ্যা না নিলে উপরোক্ত হাদিসটির কোন উত্তর দিতে পারবেন না ইনশা-আল্লাহ্।** সুতরাং, প্রশ্নকারীর উল্লিখিত হাদিসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় না ইচ্ছাকৃতভাবে স্বলাত পরিত্যাগকারী বড় কাফির নয়। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন (৪) ঃ উবাদা ইবনুস্ স্বমিত ﵁ বলেন,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَمْسُ صَلَوٰتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ عَلَى عِبَادِهٖ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ فَإِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ قَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

"আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত ফারয্ করেছেন। যে ব্যক্তি এ পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত আদায় করবে এবং এগুলোর কোন একটি স্বলাতও ছেড়ে দিবে না। তার জন্য আল্লাহ্'র হাক্ব হচ্ছে তিনি তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যে ব্যক্তি তা (পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত) একটিও কম করবে তার জন্য আল্লাহ্'র কোন ওয়াদা নেই। ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে তিনি তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।" **-নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৫, স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৬, পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত হেফাযত করা, হাদিস # ৪৬১; **আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, স্বলাতসমূহের হিফাযত করা, হাদিস # ৪২৫; **ইবনু মাজাহ্,** হাসান, অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবু ইক্বামাতিস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৪, পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত ফারয্ এবং তা সংরক্ষণ, হাদিস # ১৪০১; **দারিমী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ২০৮, বিতর, হাদিস # ১৫৭৭; **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ স্বলাতুল ইস্তিস্ক, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮, হাদিস # ৬৫০০ (হাদিসটি ইবনু মাজাহ্'র বর্ণনা)।

এই হাদিসটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, বলা হচ্ছে, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত নিয়মিত আদায় করবে না তাকে আল্লাহ্ ক্ষমাও করে দিতে পারেন। এখন যদি স্বলাত পরিত্যাগকারীকে কাফির বলা হয়, তাহলে বলুনতো কাফির কি কখনো ক্ষমা পাবে? নিশ্চয়ই না! এ থেকেই বুঝা যায় স্বলাত পরিত্যাগকারী কাফির নয়।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, স্বলাত পরিত্যাগকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার

অংশটি রহিত হয়ে গিয়েছে। রহিতকরণ আয়াতটি লক্ষ্য করুন। মহান আল্লাহ্ বলেন,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلوتِهِمْ سَاهُوْنَ.

“সেই সকল স্বলাত আদায়কারীদের জন্য ‘ওয়াইল’ (নামক জাহান্নাম) যারা তাদের স্বলাত থেকে উদাসিন (অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত নিয়মিত আদায় করে না)” -সূরাহ্ মাউন (১০৭), ৪-৫।

এই আয়াতটি বলছে যে, যারা পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত নিয়মিত আদায় করবে না তাদেরকে আল্লাহ্ ‘ওয়াইল’ নামক জাহান্নাম দিবেন। অথচ হাদিসটি বলছে যে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেও দিতে পারেন। তাই বুঝে নিতে হবে যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ কথাটি সূরাহ্ মাউনের উল্লিখিত ৪ ও ৫ নং আয়াতগুলো নাযিল হবার পূর্বে বলেছিলেন। **এভাবে বুঝ নিলেই কেবল কুরআন ও হাদিসের মাঝে সমন্বয় হবে, নতুবা সাংঘর্ষিক বুঝ হবে।** অতএব, বুঝা গেল যে, প্রশ্নকারীর উল্লিখিত হাদিসটি দ্বারা কোনভাবেই প্রমাণিত হয় না যে, স্বলাত পরিত্যাগকারী কাফির নয়। আশাকরি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন (৫) ঃ

اَلنَّبِيُّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ يَقُوْلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَةِ وَهُوَ اَعْلَمُ انْظُرُوْا فِيْ صَلَاةِ عَبْدِ اَتَمَّهَا اَمْ نَقَصَهَا؟ فَاِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَاِنْكَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَاِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ اَتِمُّوْا لِعَبْدِيْ فَرِيْضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْاَعْمَالُ عَلَى ذَاكَ.

“...নাবী ﷺ বলেন, ক্বিয়ামাতের দিন মানুষের আ’মালসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম তাদের স্বলাত সম্পর্কে হিসাব নেয়া হবে। তিনি বলেন, আমাদের মহান রব, মালাইকাহ্‘দের (ফেরেশতাদের) বান্দার স্বলাত সম্পর্কে জানাস্বত্বেও জিজ্ঞেস করবেন, দেখো সে তা (স্বলাত) পরিপূর্ণ আদায় করেছে না’কি তাতে কোন **ত্রুটি** রয়েছে? অতঃপর বান্দার স্বলাত পূর্ণাঙ্গ হলে পূর্ণাঙ্গই লেখা হবে। আর যদি তাতে ত্রুটি থাকে তাহলে মহান আল্লাহ্ মালাইকাহ্‘দের (ফেরেশতাদের) বলবেন আমার বান্দার ফারয্ স্বলাতের ঘাটতি তার নাফল্ স্বলাত দ্বারা পরিপূর্ণ কর। অতঃপর সকল আ’মালই এভাবে গ্রহণ করা হবে।” **-আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৯, নাবী (দ.) এর বাণী, কারো ফারয্ স্বলাতে ত্রুটি থাকলে তার নাফল্ স্বলাত দিয়ে পূর্ণ করা হবে, হাদিস # ৮৬৪; **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৫, স্বলাত ক্বইম করা, অনুচ্ছেদ ঃ ২০২, সর্বপ্রথম বান্দার স্বলাতের হিসাব নেয়া হবে, হাদিস # ১৪২৫ ও ১৪২৬ (হাদিসটি আবু দাউদের বর্ণনা)।

এই হাদিসটি বলছে যে, নাফল্ স্বলাত দিয়ে ফারয্ স্বলাতের ঘাটতি পূর্ণ করা হবে।

তাহলে এখন বুঝের বিষয় হচ্ছে ফারয্ স্বলাত না পড়ার কারণে যদি কাফির হয়ে যায় তাহলে আবার তার নাফল্ স্বলাত দিয়ে ঘাটতি পূরণের কথা বলা হচ্ছে কেন? এ থেকেই কি বুঝা যায় না যে, স্বলাত তরক করলে কাফির হয় না?

উত্তর ঃ আপনার ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ এই হাদিসে ফারয্ স্বলাতের ত্রুটি বলতে স্বলাত তরক করা নয়, বরং স্বলাত আদায় করেছে কিন্তু পুরো স্বলাত কবুল হয়নি। এই জন্য স্বলাতের ত্রুটি বলা হয়েছে। এ বিষয়টি বুঝতে নিম্নোক্ত হাদিসটি লক্ষ্য করুন। আম্মার ইবনু ইয়াসার ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا.

"আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি এমনও লোক আছে যাদের স্বলাত দশ ভাগের একভাগ বা নয় ভাগের একভাগ বা আট ভাগের একভাগ বা সাত ভাগের এক ভাগ বা ছয় ভাগের একভাগ বা পাঁচ ভাগের এক ভাগ বা চার ভাগের একভাগ, বা তিন ভাগের একভাগ বা অর্ধেক নেকী লিখিত হয়।" **-আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২ কিতাবুস্ স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ১২৭, স্বলাতের জন্য ক্ষতিকর দিক, হাদিস # ৭৯০।

এই হাদিসটি থেকে বুঝা যায়, কোন স্বলাত আদায়কারীর সম্পূর্ণ স্বলাত কবুল নাও হতে পারে, বরং তার স্বলাতের কিছু অংশ কবুল হতে পারে। ত্রুটিযুক্ত এই স্বলাতের ঘাটতি নাফল্ স্বলাত দ্বারা পূর্ণ করা হবে। **তাই বুঝে নিতে হবে যে, প্রশ্নকারীর উল্লিখিত হাদিসে 'স্বলাতের ত্রুটি' বলতে স্বলাত পরিত্যাগ করেছে এমন নয়, বরং স্বলাত আদায় করেছে ঠিকই কিন্তু সম্পূর্ণ স্বলাত কবুল হয়নি, তাই বুঝানো হয়েছে।** অতএব, প্রশ্নকারীর উল্লিখিত হাদিসে স্বলাত পরিত্যাগ করা সংক্রান্ত বিষয়ে কোন কিছু বর্ণিত হয়নি। তাই এই হাদিস দ্বারা স্বলাত পরিত্যাগকারীকে মুসলিম বলা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন (৬) ঃ অনেকে বলে থাকেন, স্বলাত পরিত্যাগ করলে কাফির হবে না বরং স্বলাতকে অস্বীকার করলে কাফির হবে। কথাটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ না ভাই, কথাটি ভুল। কারণ হাদিসে স্বলাত অস্বীকার করলে নয়, বরং পরিত্যাগ করলে কাফির হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হাদিসটি লক্ষ্য করুন। আব্দুল্লাহ্ বিন বুরইদা বিন হাস্বিব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাদের এবং তাদের (কাফির) মাঝে পার্থক্য হচ্ছে স্বলাত পরিত্যাগ করা। যে তা (স্বলাত) পরিত্যাগ করে সে অবশ্যই কাফির হয়ে গেছে।" **-নাসাঈ, স্বহীহ্,** অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবুস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৮, স্বলাত তরক করার বিধান, হাদিস #

৪৬৩; **ইবনু মাজাহ্,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবু ইক্বামাতিস্ স্বলাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭, স্বলাত তরক করা, হাদিস # ১০৭৯; **বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা),** স্বহীহ্ লি-গইরিহী, অধ্যায় ঃ স্বলাতুল ইসতিস্ক, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮, যে ওজর ব্যতীত স্বলাত তরক করে তাকে কাফির বলা, হাদিস # ৬৪৯৯ (হাদিসটি ইবনু মাজাহ'র বর্ণনা) ।

এই হাদিসটি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে, যে ব্যক্তি স্বলাত পরিত্যাগ করে সে অবশ্যই কাফির হয়ে গেছে।

উপসংহার

কুরআন, হাদীস এবং স্বহাবীদের আ'মাল অনুযায়ী এই কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, স্বলাত পরিত্যাগকারী কাফির, মুশরিক এবং আমাদের দ্বীনি ভাই নয় অর্থাৎ মুসলিম নয় এমনকি ফাসিক্ব মুসলিমও নয়। তাই আসুন আমরা কুরআন ও হাদিসের আলোকে আমাদের আক্বিদাহ্ বা বিশ্বাস শোধরে নেই। পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত ক্বায়িমের মাধ্যমে আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির দিকে ধাবিত হই। মহান আল্লাহ্ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন এবং ঐ সঠিক বুঝ অনুযায়ী আ'মাল করার তাওফিক দান করুন। -আমীন-

গবেষকের প্রকাশিত বইসমূহ

- শারী'আহ্ বুঝার মূলনীতি
- আমাদের মাযহাব কি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত?
- হাদিস কি আল্লাহ্'র ওয়াহী? কুরআন কি বলে...
- সংশয়কারীদের সংশয় নিরসন, আল্লাহ্'র অবস্থান কোথায়?
- রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যেভাবে ভালবাসতে হবে এবং তাঁকে ﷺ কটাক্ষকারীর বিধান
- বিভ্রান্তি নিরসনে ওয়াহীর আলোকে দাজ্জাল
- একই দিনে সকল মুসলিমকে অবশ্যই স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে হবে
- কাফির বলার প্রয়োজনীয়তা ও নিয়ম
- স্বলাত পরিত্যাগকারী কি মুসলিম?

যদি কোনো মুসলিম ভাই প্রকাশিত বইগুলো কোনরূপ সংযোজন-বিয়োজন ছাড়া নিজ খরচে 'পাইকারী মূল্যে' ক্রয় করে বিনামূল্যে বিতরণ করতে আগ্রহী হন, তবে নিম্নোক্ত মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন-

০১৬৮১-৫৭৯৮৯৮ (আরিফ)
০১৭৮৬-৪২১৫৯৮ (জসিম)
০১৯১৩-৭১৮৮৬৪ (মিন্টু)
০১৬৮৮-০৬৪১০৩ (পরশ)